যুগান্তর

তারিখ 14 DEC 2017
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...

প্রশ্ন ফাঁস, কোচিং ও দুর্নীতি বন্ধে দুদকের ৩৯ সুপারিশ

মানি লন্ডারিং আইনে মামলা দেয়া যাবে

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রশ্নপত্র ফাঁস, নোট বা গাইড, কোচিং বাণিজ্য, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজে স্বচ্ছতা, এমপিওভুক্তি, নিয়োগ ও বদলিসহ শিক্ষা খাতে নানা ধরনের দুর্নীতির উৎস বন্ধের জন্য সুনির্দিষ্ট ৩৯টি সুপারিশ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে অনুরোধ করে চিঠি পাঠিয়েছে দুদক। বুধবার দুদক সচিব ড. মো. শামসুল আরেফিনের স্বাক্ষর করা একটি চিঠিসহ সুপারিশগুলো মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবরে পাঠানো হয়েছে। দুদকের পাঁচ পৃষ্ঠার সুপারিশকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় দুর্নীতি প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়। দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ যুগান্তরকে বলেন, দুদক যেসব সুপারিশ করেছে সেগুলো অনুসরণ করা হলে আমরা একটি সুন্দর প্রজন্ম পাব। আগামী প্রজন্মের কাছে আমরা যেন ভালো কিছু রেখে যেতে পারি সেজন্যই এ চেষ্টা। এরই অংশ হিসেবে শিক্ষা খাতের দুর্নীতি রোধে আমরা নানাভাবে কাজ করছি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধে গঠিত 'শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক টিম'-এর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বুধবার সকালে কমিশনে উপস্থাপনের পর বিকালে তা অনুমোদন দেয়া হয়। অনুমোদনের পরপরই কমিশন ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

গ্রহণ করব।'

প্রশ্ন ফাঁস, কোচিং ও দুর্নীতি বন্ধে দুদকের ৩৯ সুপারিশ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সচিব ড. মো. শামসুল আরেফিন সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব বরাবর পাঠিয়ে দেন। শিক্ষা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক টিমের প্রধান ছিলেন দুদকের পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন। দুই সদস্যের টিমের অপর সদস্য ছিলেন সহকারী পরিচালক মো. হাফিজুর রহমান।

দুদকের প্রতিবেদনে শিক্ষা খাতে দুর্নীতির উৎস বন্ধের জন্য বিশেষভাবে সুপারিশ করা হয়। এতে বলা হয়, এ খাতের দুর্নীতি বন্ধ করা দুদকের আইনি ম্যান্ডেট।

প্রশ্নপত্র ফাঁস : দুদকের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'পাবলিক পরীক্ষার মাধ্যমেই রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে কিশোরদের প্রথম পরিচয়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের মাধ্যমে সেখানে তাদের পরিচয় হচ্ছে পঙ্কিল দুর্নীতির সঙ্গে। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস দুর্নীতির নতুন সংযোজন। অবৈধ অর্থের বিনিময়ে কতিপয় দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা এ জাতীয় অপরাধে সংশ্লিষ্ট থাকেন বলে জানা যায়।' প্রতিবেদনে প্রশ্নপত্র ফাঁসের সম্ভাব্য উৎস সম্পর্কে বলা হয়, 'শিক্ষা বোর্ড, বাংলাদেশ সরকারি প্রেস (বিজি প্রেস), ট্রেজারি এবং পরীক্ষা কেন্দ্রের কোনো অসাধু কর্মকর্তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে কোচিং সেন্টার, প্রতারক শিক্ষক ও বিভিন্ন অপরাধী চক্র।' প্রতিবেদনে বলা হয়, 'প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বিতরণের প্রতিটি স্থানেই দায়িত্বে রয়েছেন সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী। অর্থের বিনিময়ে সরকারি কর্মকর্তা কর্তৃক প্রশ্নপত্র ফাঁস অপরাধমূলক অসদাচরণ, যা দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধ। এছাড়া সরকার কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে প্রমাণিত উৎকৃষ্ট অনুশীলন অনুকরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার সাধনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশনের ওপর। তবে এসব অপরাধ দমনে দালিলিক প্রমাণাদি পাওয়া কষ্টকর। এ জাতীয় দুর্নীতি দমনের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম।' প্রশ্নপত্র ফাঁস ঠেকাতে প্রতিবেদনে ৮ দফা সুপারিশ করা হয়। এতে বলা হয়, এ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও বিতরণে যারা থাকবেন তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকারনামা নিতে হবে যে, তাদের সন্তান কিংবা পোষ্য সংশ্লিষ্ট কেউ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন না। অর্থাৎ স্বার্থের দ্বন্দ্ব যেন না থাকে। এ অঙ্গীকারনামা যাচাই করে তাদের মনোনয়ন দেয়া যেতে পারে। প্রশ্নপত্র প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত মডারেটরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কঠোর নজরদারিতে রাখা যেতে পারে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটিতে মেধাবী, সৎ এবং মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষক বাছাই করে নিয়োগের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রতিটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কমিটিতে ইংরেজি অনুবাদের জন্য একজন অনুবাদক নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। সুপারিশে আরও বলা হয়, প্রশ্নপত্র বিশেষ লক সংবলিত বাক্সের মাধ্যমে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রতিটি ট্রেজারিতে পাঠাতে হবে। ডাবল লক সংবলিত এ তালা জেলা প্রশাসকের উপস্থিতিতে খোলা হবে এবং একই পদ্ধতি অনুসরণ করে 'প্রশ্নপ্রত্র উপজেলা পরীক্ষা কেন্দ্রে পাঠানো যেতে পারে।

পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা যতদূর সম্ভব কমিয়ে আনতে হবে। প্রতিটি উপজেলায় সর্বোচ্চ দুটির বেশি পরীক্ষা কেন্দ্র রাখা সমীচীন হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলো উপজেলা শহরেই থাকা বাঞ্ছনীয়। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে যেসব অপরাধীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে পাবলিক পরীক্ষা আইনে

অর্থের বিনিময়ে কিছু দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা প্রশ্ন ফাঁসে জড়িয়ে পড়েছেন

কোচিং সেন্টার বন্ধ করতে হবে

মামলা করাসহ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে মামলা (যেহেতু অবৈধ অর্থের লেনদেন হয়) অথবা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা যেতে পারে। এসব অপরাধে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকলে অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগে দুদক আইনে মামলা করতে পারে।

কোচিং ও নোট-গাইড বাণিজ্য : দুদকের প্রতিবেদনে বলা হয়, 'শ্রেণীকক্ষে ঠিকমতো পাঠদান না করে কোচিং মালিক এবং কতিপয় শিক্ষক অবৈধভাবে স্বল্প সময়ে সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সম্পদের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা, শিক্ষা কার্যক্রম মনিটরিংয়ের অভাব এবং অভিভাবকদের অসচেতনতায় কোচিং দুর্নীতি বেশি হচ্ছে।' কোচিং বন্ধে দুদক ৮ দফা সুপারিশ করে। এতে বলা হয়, 'শ্রেণীকক্ষে পাঠদান নিশ্চিতকল্পে মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা মনিটরিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বদলির নীতিমালা অনুসারে বদলি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কোনো অবস্থাতেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের সংযুক্তির মাধ্যমে প্রশাসনিক কোনো পদে বা ঢাকার কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করা উচিত নয়। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকরা স্ব স্ব বিষয়ের বাইরে কোনো ক্লাস যাতে নিতে না পারেন সে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।'

সুপারিশে প্রশ্নপত্র প্রণয়নে আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করা হয়। এতে বলা হয়, পরীক্ষায় বহু নির্বাচনী প্রশ্নপত্র সম্পূর্ণ বাদ দেয়া প্রয়োজন। প্রশ্ন হতে পারে বর্ণনামূলক, সৃজনশীল এবং বিশ্লেষণধর্মী। সরকার প্রণীত কোচিং নীতিমালার বাইরে যেসব শিক্ষক কোচিং করাচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সেই সঙ্গে কোচিং সেন্টার বন্ধ করতে হবে। কোচিং সেন্টারের মালিকদের অবৈধ সম্পদ অর্জনের বিষয়গুলো দুদক খতিয়ে দেখবে। সুপারিশে আরও বলা হয়, ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকেই সব ধরনের নোট-গাইড প্রকাশনা সংস্থায় মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনা করা প্রয়োজন।

এমপিওভুক্তিতে দুর্নীতি রোধে সুপারিশ : এমপিওভুক্তিতে দুর্নীতি রোধে বেশ কয়েকটি সুপারিশ করেছে দুদক। এর মধ্যে রয়েছে— জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ের অধিযাচন অনুসারে প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করে প্রতি বছর শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পিএসসির আদলে কমিশন গঠন করা প্রয়োজন। বর্তমানে এমপিওভুক্তি বিকেন্দ্রীকরণের কারণে দুর্নীতি কিছুটা কমলেও— জাল সার্টিফিকেট, জাল রেজুলেশন, এমনকি প্রযুক্তি জালিয়াতির একাধিক ঘটনা দুদক তদন্ত করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মামলাও দায়ের করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে অনৈতিক কাজের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাবে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) : এনসিটিবির কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ও দুর্নীতি বন্ধে বেশ কয়েকটি সুপারিশ করে দুদক। এতে বলা হয়, এনসিটিবির সব ধরনের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করা প্রয়োজন। কারণ টেন্ডার প্রক্রিয়া দুর্নীতির একটি বড় উৎস। কোনো কর্মকর্তা যদি নামে বা বেনামে মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের মালিক হিসেবে দরপত্রে অংশগ্রহণ করেন, তবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের মান নিয়ন্ত্রণে তদারকি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম মনিটরিংয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় : এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজে অনিয়ম দুর্নীতি কমিয়ে মন্ত্রণালয়ের কাজে স্বচ্ছতা আনতে ছয় দফা সুপারিশ করে দুদক। এতে বলা হয়, 'সচিবালয় নির্দেশমালা অনুসারে অর্পিত ক্ষমতা অনুসারে নথি নিষ্পত্তি না করে এবং অনাহুতভাবে নথি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করে বিষয় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটানো হয়। এভাবে বিষয় নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটিয়ে দুর্নীতির পথ সৃষ্টি করা হয়। এসব কর্মকর্তাকে চিহ্নিত করে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের দুর্নীতি রোধে সাত দফা সুপারিশ করা হয় দুদকের প্রতিবেদনে।